182. Pd. 925. 13.

সেবা সিরিজ

স্বামিজীর

স্বদেশ-মন্ত্র

"যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকতো তবে বুঝতে
পারত বিবেকানন্দ কি ক'রে গেল। কালে
কিন্তু শত শত বিবেকানন্দ
— জন্মাবে।" —

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত
বর্ম্মন পাবলিশিং হাউস,
১৯৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট.
কলিকাতা

মূল্য চারি আনা।

সঙ্কলয়িতা কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ রায়
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাহির হইল ! বাহির হইল !!

কবি নজরুল ইসলামের

— ছায়া নট —

মূল্য ১।০

অন্যান্য পুস্তক—

অগ্নিবীণা ১।০ ; দোলন চাঁপা ১।০ ;
সাম্যবাদী ৵০ ; রাজবন্দীর জবানবন্দী ৷৴০ ;

বিবেকানন্দ স্বামীর ভ্রাতা
শ্রীযুত মহেন্দ্র নাথ দত্তের

১। কাশীধামে বিবেকানন্দ ৮০।
২। স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (১ম) ১।০
" " (২য়) ১।০

প্রিণ্টার—
শ্রীননীগোপাল দাস ঘোষ
প্রফুল্ল প্রেস,
৫৩ এফ, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

All rights reserved

উৎসর্গ

ভারতের মুক্তিই যাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য, যাঁহাকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান ভারতের সংঘর্ষণের ইতিহাস প্রচার করা সম্ভব নহে, যিনি স্বামিজীর ওজস্বী বাণী হৃদয়ঙ্গম করিবার একজন শ্রেষ্ঠ অধিকারি, আমার বন্ধুবর

ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত

মহাশয়কে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উৎসর্গীকৃত

— হইল। —

NATIONAL LIBRARY
No. Smp 41176
DATE 15/9/09
CALCUTTA
RARE BOOK

পরিচয়

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর বাণী নানা স্থান হইতে সঙ্কলিত করিয়া 'স্বদেশ-মন্ত্র' নাম দিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। তাঁহার ধর্ম্ম বা সমাজ সম্বন্ধীয় বাণী উদ্ধৃত করা হয় নাই; শুধু তিনি বর্ত্তমান মুমুর্ষ ভারতকে তাহার আত্মবিস্মৃতির কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যে সকল উৎসাহপূর্ণ বাণী প্রচার করিয়া ভারতবাসীর জীবনে প্রাণস্পন্দন আনিতে সফল হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্য ভারতের যুবকবৃন্দকে আহ্বান করিয়া যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারই যৎসামান্য সঙ্কলন করিয়া ইহা প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক মধ্যে তাঁহার বাণীগুলি আমি মনোমত করিয়া সাজাইয়াছি, আশা করি তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। স্বামিজী ছিলেন বর্ত্তমান ভারতের স্রষ্টি কর্ত্তা, সেই জন্য তাঁহাকে কোন গণ্ডীর ভিতর পাওয়া যায় না। তাঁহার বাণী যতই প্রচার হয় ততই সকলের মঙ্গল। ইতি—

বুধবার
২২শে পৌষ,
১৩৩২ সাল।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

স্বদেশ মন্ত্র

—:*:—

আমার নিজের একটু অভিজ্ঞতাও আছে আর জগতের নিকট আমার কিছু বার্ত্তা বহন করিবার আছে —আমি নির্ভয়ে ও ভবিষ্যতের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সেই বার্ত্তা বহন করিব।

সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু আধটু সংস্কার করিতে চান—আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কারের প্রণালীতে। তাঁহাদের প্রণালী—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা, আমার— সংগঠন।

আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি—আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া 'সমাজকে' 'এদিকে তোমায় চলিতে হইবে; ওদিকে নয়' আদেশ করিতে সাহস করি না। আমি কেবল সেই কাঠবিড়ালের মত হইতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনের সময় তাঁহার যথাসাধ্য এক

অঞ্জলি বালুকা বহন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল—ইহাই আমার ভাব।

এই অদ্ভুত জাতীয় যন্ত্র শত শত শতাব্দী ধরিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এই অদ্ভুত জাতীয়-জীবন-নদী আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে। কে জানে, কে সাহস করিয়া বলিতে পারে, এ ভাল কি মন্দ বা কিরূপে উহার গতি নিয়মিত হওয়া উচিত? সহস্র সহস্র ঘটনাচক্রে উহাকে এক বিশেষরূপে বেগবিশিষ্ট করিয়াছে—তাই সময়ে সময়ে উহা মৃদু ও সময়ে সময়ে উহা দ্রুত (গতিবিশিষ্ট) হইতেছে।

কে উহার গতি নিয়মিত করিতে সাহসী হইতে পারে?

গীতার উপদেশানুসারে আমাদিগকে কেবল কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে, ফলাফলের দিকে একেবারে দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্তে অবস্থান করিতে হইবে। উহার পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা উহাকে দিয়া যাও, কিন্তু উহা আপনার প্রকৃতি-অনুযায়ী আপনার দেহ গঠন করিয়া লইবে। কাহারও সাধ্য নাই যে এইরূপে তোমার দেহ গঠন কর বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিতে পার।

আমাদিগকে উত্তেজনাশূন্য হইতে হইবে। আর জগতের ইতিহাসও আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, যেখানে এইরূপ উত্তেজনার সহায়তায় কোনরূপ সংস্কার-চেষ্টা করা হইয়াছে—তাহার এইমাত্র ফল হইয়াছে—যে যে উদ্দেশ্যে সংস্কার-চেষ্টা সেই উদ্দেশ্যই বিফল হইয়াছে।

বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ, স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ।

হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্ম্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্ব্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ হয়। সর্ব্ব বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্ত্তি কখনও হয় না। সর্ব্বদাই শিশুর ন্যায় লালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘাকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখন স্বায়ত্ত শাসন শিখে না; রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্ব্বীর্য্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধান্যপূর্ণ ভারতের

বশাল ক্ষেত্র প্রবল বিদেশীর অধিকারস্পৃহা উদ্দীপিত করিয়াছে।

প্রজাকুল রাজশার্দ্দুলের ভোগেচ্ছায় বিঘ্ন উপস্থিত করিলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ; বিনীত হইয়া রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেই তাহারা নিরাপদ।

প্রজাসমষ্টির শক্তিকেন্দ্ররূপ রাজা অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যান যে, তাঁহাতে শক্তি সঞ্চয় কেবল 'গুণমূৎস্রষ্টং'। বেণ রাজার ন্যায় তিনি সর্ব্ব দেবত্বের আরোপ আপনাতে করিয়া, অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যত্বমাত্র দেখেন।

সু হউক বা কু হউক, তাঁহার ইচ্ছার ব্যাঘাতই মহাপাপ। * * * পালনের স্থানে কাযেই পীড়ন আসিয়া পড়ে—রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ।

যদি সমাজ নির্বীর্য্য হয়, নীরবে সহ্য করে; রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীঘ্রই বীর্য্যবান অন্য জাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়।

যেথায় সমাজ-শরীর বলবান শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি

চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।

যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়?

সমাজে যাহারা সর্ব্বাঙ্গ হইয়াও সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে "জঘন্য প্রভবো হি সঃ" বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত?

যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে "জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি" দয়াল দণ্ড সকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই চলমান শ্মশান, ভারতের ও দেশের "ভারবাহী পশু" সে শূদ্রজাতির কি গতি?

এদেশের কথা কি বলিব? * * শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক, ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্ত্তী ইংরাজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব।

দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমান ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, প্রাণে আশা নাই॥ আছে—দুর্ব্বলের যেন তেন প্রকারে সর্ব্বনাশ-সাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের, কুকুরবৎ পদলেহনে।

এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তু-সংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মীত্ব কটুভাষণে, ভাষার ঔৎকর্য ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে, বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকীরণে॥

এ শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা! ভারতের দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্রসাধারণ স্বজাতিবিদ্বেষ।

সংখ্যায় বহু হইলে কি হয়? * * যে একতা-বলে দশজনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর; শূদ্রজাতি মাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন। * *

কিন্তু আশা আছে। শূদ্র ধর্ম্মকর্ম্ম সহিত সর্ব্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।

তাহারই পূর্ব্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে!

যুগযুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রই হয় কুকুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্রপশুবৎ নৃশংস।

আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিষ্ফল; এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জ্জনারাশি-রূপ অকর্ম্মণ্য মনুষ্যসকল শূদ্রবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

সাধারণ প্রজা, সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং যতকাল এই ভাব থাকিবে ততকাল রহিবে।

✓ ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি?

✓ তাহাদের কোন উপায় নাই, পলাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই।

✓ ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই।

যে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে।

রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে।

কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব।

আমাদের অভিজাত পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগের দেশের সাধারণ লোককে পদদলিত করিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ তাহারা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল, এই অত্যাচারে এই দরিদ্র ব্যক্তিগণ তাহারা যে মনুষ্য তাহাও ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল। শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহারা বাধ্য হইয়া কেবল কাঠ কাটিয়াছে আর জল তুলিয়াছে। ক্রমশঃ তাহাদের মনে এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা গোলাম হইয়া জন্মিয়াছে, কাঠ কাটিবার ও জল তুলিবার জন্যই তাহাদের জন্ম। আর যদি কেহ তাহাদের প্রতি দয়াপ্রকাশক দুই একটা কথা বলিতে যায়, তবে আমি দেখিতে পাই, আধুনিক কালের শিক্ষিতাভিমানী আমাদের স্বজাতিগণ এই পদদলিত জাতির উন্নতি-সাধন-রূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

✓ যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু ?

✓ ভারতে দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে ? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে ?

✓ হে ভগবান, আমরা কি মানুষ ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম তোমাদের বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পার ?

তোমরা তাদের ছুঁওনা, দুর দুর কর, আমরা কি মানুষ ?

✓ ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করেছেন ?

✓ খালি বলছেন ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা !

✓ ভারতের সমুদয় দুর্দ্দশার মূল—জনসাধারণের দারিদ্র্য।

পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি আর

আমাদের দেবপ্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ।

তাহাদিগকে শিক্ষা দেও যে, এই সংসারে তোমরাও মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সব রকম উন্নতিবিধান করিতে পার!

হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচারনিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হউক, তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক!

আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।

এক মহাবলী প্রদান কর, বলি—জীবন-বলি, তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য।

তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

এ একদিনের কায নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ।

শত শত যুগসঞ্চিত পর্ব্বত প্রমাণ অনন্ত দুঃখ-রাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে। তোমরা রোগ কি বুঝিলে, ঔষধও কি তাহা জানিলে, কেবল **বিশ্বাসী হও।**

হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে বা তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্র প্রবন্ধসমূহকে গ্রাহ্য করিও না।

দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদিগকে ভালবাস।

কাজ কথা কউক, মুখকে বিরাম দাও। তবে একটা কথা বলে রাখি, গরিব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকে ইউরোপ উঠতে লাগল। দেশের বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী, এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করিলে, কিছুই এসে যায় না, এঁরা হচ্ছেন শোভা মাত্র, দেশের বাহার—কোটী কোটী গরিব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না; কায়মনবাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যত হবে ততই ভাল, বাধা না পেলে কি নদীর

বেগ হয় ? যে জিনিষ যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিষ প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধা ত সিদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ—বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত কুটীর ও হল প্রস্তুত কর। গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ ; গ্লোব এবং কতকগু লি রাসায়নিক দ্রব্য যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরিবদিগকে, এমন কি, চণ্ডালগণকে পর্য্যন্ত জড় কর, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও।

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক যুবকদল গঠন কর।

যে কোন রূপেই হউক, সাধারণ দরিদ্রলোকের উন্নতিবিধান করিতেই হইবে।

কার্য্যের আরম্ভ খুব সামান্য হইল বলিয়া ভয় পাইও না ! এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে।

তবে এস, ভ্রাতৃগণ, স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কি ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া। এ ব্রত গুরুতর আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। তা হউক, আমরা

জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে।

পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল, দেখিতে যাইও না এগিয়ে যাও, সম্মুখে সম্মুখে,—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে!

আমাদের কার্য্য—কায করিয়া মরা।

সাহস অবলম্বন কর, তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ।

আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখ।

আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্য্যের জনক।

এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্য্যন্ত গরিব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র!

ঈর্ষাই আমাদের দাসসুলভ জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। হে বীরহৃদয় মহাশয় বালকগণ, উঠে পড়ে লাগো। নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিষের জন্য পশ্চাতে চাহিও না।

স্বার্থকে একেবারে বিসর্জ্জন দাও ও কার্য্য কর।

মনে রাখিও, "অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়।"

জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিবার আলো দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না।

বিষণ্ণ হইও না বা নিরাশ হইও না—ভয় করিও না, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়।

বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে। সাধারণে এবং দরিদ্র ব্যাক্তিরা সুখী হইবে ; আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাঁহার কার্য্য করিবার নির্ব্বাচিত যন্ত্র।

স্বাধীনতা না দিলে কোনরূপ উন্নতিই সম্ভবপর নহে।

উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা।

অন্ন, অন্ন!

যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃ-মাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুক্‌রা রুটী দিতে না পারে, আমি সে ধর্ম্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।

যে ভগবান্ এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে।

প্রত্যেক লোক যাহতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।

মানুষ হয়ে মানুষের জন্য যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ ?

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাবে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের যেরূপ অত্যাচার, দস্যুতা জুলুম প্রভৃতি হইতেছে, জগতের ইতিহাসে আর কখনও এরূপ হয় নাই।

দরিদ্রের নিকট জ্ঞানালোক বিস্তার কর, ধনীদের নিকট আরও অধিক আলো লইয়া এস, কারণ, দরিদ্র অপেক্ষা ধনির আলোর বেশি প্রয়োজন। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আলোক লইয়া এস, শিক্ষিত ব্যাক্তি-দের নিকট আরও অধিক আলো, কারণ আজকাল শিক্ষাভিমান বড় প্রবল বিস্তারই জীবন—সঙ্কোচই মৃত্যু।

আমার বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগত-

ভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে।

যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাস ভোগ সুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দরিদ্র ও মূর্খতার ঘনাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটী কোটী স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে।

অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা।

✓ নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর।

নেতৃত্বের এই পাশব-প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে। এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও ও কায কর।

নেতা কি বানাতে পারা যায়? নেতা জন্মায়। নেতাগিরি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—হাজারো লোকের মন যোগান। ঈর্ষ্যা, স্বার্থপরতা আদপে থাকবে না—তবে নেতা। প্রথম জন্মের দ্বারা, দ্বিতীয় নিঃস্বার্থ, তবে নেতা।

দুনিয়া ছেলেখেলা নয়—বড় লোক তাঁরা, যাঁরা

আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন।

অফিসার এগিয়ে মৃত্যুমুখে না গেলে কি সিপাহী লড়ে? সকল কাযেই এই। "শিরদার ত সরদার; মাথা দিতে পার ত নেতা হবে। আমরা সকলে ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই; তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে না!

ত্যাগ না হলে তেজ হবে না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ আবার ভিন্ন ভিন্ন।

নেতৃত্বকার্য্য করিবার সময় দাসভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও, অনন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, সিদ্ধি তোমার করতলে।

✓ ভাবী পঞ্চাশৎ শতাব্দী তোমাদের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। কায করিয়া যাও।

✓ যিনি হুকুম তামিল করিতে জানেন, তিনিই হুকুম করিতে জানেন। প্রথমে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর।

আমরা সকলেই হমবড়া, তাতে কখনও কায হয় না।

মহা উদ্যম, মহা সাহস, মহাবীর্য্য এবং সকলের

আগে মহতী আজ্ঞাবহতা, এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়। এই সকল গুণ আমাদের আদৌ নাই।

আমরা যে সবাই আহাম্মকের দল—স্বার্থপর, কাপুরুষ—মুখে স্বদেশহিতৈষিতার কতকগুলি বাজে বুলি আওড়াইতেছি।

আমরা এতই বীর্য্যহীন যে, কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে তাহাতেই আমাদের বল নিঃশেষিত হয়, কার্য্যের জন্য কিছুমাত্র বাকি থাকে না।

আমাদের জাতির মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে একটা কায করিতে একেবারেই নারাজ। পাঁচজনে মিলে কোনও কায করা আমাদের স্বভাবে আদতেই নাই। এইজন্য আমাদের দুর্দ্দশা।

সঙ্ঘবদ্ধের প্রথম আবশ্যক এই যে আজ্ঞাবহতা, যখন ইচ্ছা হল একটু কিছু করিলাম—তারপর ঘোড়ার ডিম—তাতে কায হয় না—স্থির ধীর ভাবে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় চাই।

এক্ষণে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করা চাই। সঙ্ঘবদ্ধ

হওয়াতেই শক্তিসঞ্চয় হয়, আজ্ঞাবহতাই উহার মূলমন্ত্র।

বড় বড় কায খুব স্বার্থত্যাগ ব্যতীত হতে পারে না।

সকল মহাপুরুষেরাই চিরকাল বড় বড় স্বার্থত্যাগ করেছেন আর সাধারণ লোক তার শুভ ফল ভোগ করেছে।

ভারতমাতা তাঁর উন্নতির জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তান-গণের জীবন বলি চান।

যতদিন কোন শ্রেণীবিশেষ সক্রিয় ও সতেজ থাকে, ততদিনই তাহা বিচিত্রতা প্রসব করিয়া থাকে।

জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে যাহা কিছু বাধা বিঘ্ন আছে, সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক তাহলেই আমরা উঠিব।

যেখানে চেষ্টা বা পুরুষকার, যেখানে সংগ্রাম সেখানেই জীবনের চিহ্ন।

এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা; ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা কালী এঁদের পূজা! তবে ত লোকে মহা উদ্যমে কর্মে লেগে শক্তিমান্ হয়ে উঠবে।

মানুষের মধ্যে রজোগুণের অভ্যুদয় না হলে এসব হয় কি ?

একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা ভিতরে অনুভব না করিলে লোক কখনও একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেকচার করে সর্ব্বসাধারণকে কখন এক করা যায় না যদি তাদের স্বার্থ না হয় এক।

গুরু গোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তদানীন্তন কালের কি হিন্দু কি মুসলমা —সকলেই ঘোর অত্যাচার অবিচারের রাজ্যে বাস করিতেছে। গুরুগোবিন্দ একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টার সৃষ্টি করেন নাই, কেবল উহা ইতর সাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু মুসলমান সবাই তাঁকে অনুসরণ করেছিল।

তুমি যাহা চিন্তা করিবে তুমি তাহাই হইবে। যদি তুমি আপনাকে দুর্ব্বল ভাব, তবে তুমি দুর্ব্বল হইবে ; তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে।

ভারত যে কোন কালে নিষ্ক্রিয় ছিল, এ কথা আমি কোন মতেই স্বীকার করি না।

আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে। আমাদের কার্য্য-কলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

RARE BOOK
IMPERIAL LIBRARY

ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন।

যদি আমরা নিজের অনিষ্ট নিজেরা না করি, তবে জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে।

কাহারও দোষ দিও না, দোষ দাও আমাদের নিজেদের কর্ম্মকে।

আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি।

নিজের উপর বিশ্বাস সম্পন্ন হও—সেই বিশ্বাসবলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীর্য্যবান্ হও।

আমরা এই ত্রিশ কোটি লোক সহস্রবর্ষ ধরিয়া যে কোন মুষ্টিমেয় বিদেশী লোক আমাদের ভূলুণ্ঠিত দেহকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাদেরই পদানত হইয়াছি কেন? কারণ, উহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস আছে, আমাদের নাই।

ইউরোপ ও আমেরিকা উভয় এই জাতীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরদেশে তাহাদের মহান্ আত্মবিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর—দুর্ব্বলতাই মৃত্যু, দুর্ব্বলতাই পাপ।

আমাদের জাতির ভিতর ঘোর আলস্য, দুর্ব্বলতা ও মোহ আসিয়া পড়িয়াছে। হে আধুনিক হিন্দুগণ, মোহজাল কাটিয়া ফেল। ইহার উপায় তোমাদের শাস্ত্রেই রহিয়াছে। তোমরা নিজ নিজ স্বরূপের চিন্তা কর ও সর্ব্বসাধারণকে উহা উপদেশ কর। ঘোর মোহ নিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে শক্তি আসিবে, মহিমা আসিবে, সাধুত্ব আসিবে, পবিত্রতা আসিবে, যাহা কিছু ভাল সকলই আসিবে।

নব্যভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই, আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইব।

প্রাচীন ভারত বলিতেছেন,—মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহ-চর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?

নব্যভারত বলিতেছেন,—পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল?

প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—বিদ্যুতের আলোক

অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী, বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভাল মন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না।

শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

বলবানের দিকে সকলে যায়;—গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে একটুও লাগে, দুর্ব্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা।

যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের সজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!

পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ জাতি, উহারা অনার্য্য জাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!

তোমরা কি কোচ্চো? সারা জীবন কেবল বাজে বকচো?

ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে।

হাজার বছরের ক্রমবর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার কোরে শক্তিক্ষয় কোরছো।

শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হোয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি?

তোমরা এমন কোরেছই বা কি? * * * আহাম্মক তোমরা বই হাতে কোরে সমুদ্রের ধারে পাইচারী কোর্‌ছো?

ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিষ নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্চো।

তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০৲ টাকার কেরাণী-গিরির দিকে পড়ে রয়েছে; বড় জোর খুব একটা দুষ্ট উকীল হবার মতলব কোরছো।

ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্ব্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা।

বলি, সমুদ্র কি জলের অভাব হয়েছে যে তোমাদেরই বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সব ডুবিয়ে ফেলতে পারে না?

ভারত জগতের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ, আর সমুদয় জগৎ এক ত্রিশকোটি লোককে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

তারা দেখে, এরা যেন কীটতুল্য, ভারতের মনোরমক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে এবং এ উহার উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম্ম এরূপ করে না।

নিরাশ হইও না।

সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার কর।

গণ্য-মান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্য্যাদা-হীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না।

দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর আর

ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। সাহায্য আসিবেই আসিবে।

আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভাব লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি।

(পাশ্চাত্য সভ্যতার যতই চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, উহা যতই অদ্ভুত ব্যাপার সমূহ প্রদর্শন করুক না কেন,—ও সব মিথ্যা, ভ্রান্তি—ভ্রান্তিমাত্র।

সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন—সে চারিদিক হইতে কতকগুলা এলোমেলো ভাব লইয়াছে—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই—সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই—কতকগুলা ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। সে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে পারে না—তাহার মাথা দিনরাত্র বোঁ বোঁ করিয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছে। সে যে সকল কার্য্য করে, তাহার গূঢ় কারণ কি শুনিবে? আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ইংরাজলোক কিসে তাহার পিট চাপড়াইয়া ছুটো বাহবা দিবে, ইহাই তাহার সর্ব্ব-কার্য্যের অভিসন্ধির মূলে।)

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয় স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য ?

খালি আমাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দাও বল্লে কি চলে ? কেবা শুন্‌ছে ওদের কথা !!

মানুষ কায যদি করে—তাকে কি আর মুখ ফুটে বল্‌তে হয় ?

এই পাশ্চাত্য ভাবমোহ বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট জীবপদবী লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে পুরুষ বলিব, না স্ত্রী বলিব, না পশু বলিব !

আমাদের নির্ব্বোধ যুবকগণ ইংরাজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতালাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে—তাহারা হাস্য করে।

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোন মতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়।

দাসেরা শক্তি চায়, অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য।

এস মানুষ হও।

নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতি পথে চলেছে।

তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো?

তা হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য, উন্নত হবার জন্য, প্রাণপণে চেষ্টা করি।

আমরা বৃথা চীৎকারে শক্তিক্ষয় না করিয়া, ধীরতার সহিত মনুষ্যোচিতভাবে কাজে লাগিয়া যাই।

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।

প্রভু তোমাদের এই নড়নচড়ন-রহিত সভ্যতা ভাঙ্গবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে প্রেরণ করেছেন।

ধীর নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়—নামযশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।—প্রিয় বৎস! জানিবে, কোন বড় কাজই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার ব্যতীত হয় নাই।

বৎস! সাহস অবলম্বন কর—বিশ্বাস কর, আমরাই মহৎ কর্ম্ম করিব। এই গরিব আমরা—যাহাদের লোকে ঘৃণা করে; কিন্তু যাহারা লোকের দুঃখ যথার্থ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে।

নিজেকে একটা কেষ্ট বিষ্টু ভেবো না। তুমি ধন্য,

তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। অতএব কেহই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে না। উহা তোমার পূজাস্বরূপ। আমি কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতেছি—আমার নিজ মুক্তির জন্য আমি তোমাদের নিকট যাইয়া তাহাদের পূজা করিব; ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখে ভুগিতেছে সে তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠি, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। আমার কথাগুলি বড় কঠিন হইতেছে, কিন্তু আমাকে ইহা বলিতেই হইবে; কারণ তোমার আমার জীবনের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্নরূপে সেবা করিতে পারি।

হে হিন্দুগণ, তোমাদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই জাতীয় মহান্ অর্ণবপোত শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু জাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটী ছিদ্র হইয়াছে, হয়ত উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে আমাদের ভারতমাতার সন্তান সকলেরই প্রাণপণে এই ছিদ্র সকল বন্ধ করিবার

ও পোতের জীর্ণ সংস্কারের চেষ্টা করা আবশ্যক। আমাদের স্বদেশবাসীকে এই বিপদের কথা জানাইতে হইবে তাহারা জাগ্রত হউক তাহারা এদিকে মনঃ-সংযোগ করুক। আমি ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত হইয়া নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া ইতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে আহ্বান করিব। মনে কর, লোকে আমার কথা অগ্রাহ্য করিল, তথাপি আমি তাহাদিগকে গালি বা অভিশাপ দিব না। আমাদের জাতি অতীত কালে মহৎ কর্ম্ম-সকল সম্পাদন করিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে আমরা মহত্তর কার্য্য না করিতে পারি, তবে একত্রে শান্তিতে ডুবিয়া মরিব ইহাতেই আমরা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিব যে, আমরা একত্রে মিলিয়া মরিয়াছি।

স্বদেশহিতৈষী হও; যে জাতি অতীত কালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করিয়াছে, সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভাল বাস। হে আমার স্বদেশবাসীগণ, আমি যতই আমাদের জাতির সহিত অপর জাতির তুলনা করি ততই তোমাদের প্রতি আমার অধিকতর ভালবাসার

সঞ্চার হয়। তোমরা শুদ্ধ শান্ত সৎস্বভাব। আর তোমরাই চিরকাল অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছ—এই কায়াময় জড়জগতে ইহাই মহা প্রহেলিকা! তা হউক, তোমরা উহা গ্রাহ্য করিও না—আখেরে আধ্যাত্মিকতার জয় হইবেই হইবে। এতদবসরে আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে—আমাদের দেশের নিন্দা করিলে চলিবে না। এই আমাদের পরম পবিত্র মাতৃভূমির বাত্যাহত, কর্ম্মজীর্ণ আচার ও প্রথা সকলের নিন্দা করিও না। অতি কুসংস্কারপূর্ণ ও অযৌক্তিক প্রথা সকলের বিরুদ্ধেও একটা নিন্দাসূচক কথা বলিও না কারণ সেগুলি দ্বারাও অতীতে আমাদের কিছু না কিছু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। সর্ব্বদা মনে রাখিও আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, পৃথিবীর আর কোন দেশেরই তদ্রূপ নহে।

হে আমার স্বদেশবাসিগণ, হে আমার বন্ধুগণ, হে আমার সন্তানগণ, এই জাতীয় অর্ণবপোত লক্ষ লক্ষ মানবাত্মাকে জীবন-নদীতে পারাপার করিতেছে। ইহার সহায়তায় অনেক শতাব্দী ধরিয়া লক্ষ লক্ষ মানব জীবন নদীর অপর পারে অমৃতধামে নীত হইয়াছে। আজ হয়ত তোমাদের নিজ দোষেই

উহাতে দুএকটা ছিদ্র হইয়াছে, উহা একটু খারাপও হইয়া গিয়াছে। তোমরা কি এখন উহার নিন্দা করিবে? জগতের সকল জিনিষ অপেক্ষা যে জিনিষ আমাদের অধিক কাজে আসিয়াছে এখন কি তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিত? যদি এই জাতীয় অর্ণবপোতে আমাদের এই সমাজে ছিদ্র হইয়া থাকে, আমারা ত এই সমাজেরই সন্তান। আমা-দিগকেই গিয়া উহা বন্ধ করিতে হইবে। যদি আমরা তাহা করিতে না পারি, তবে আনন্দের সহিত আমাদের হৃদয়ের শোণিত দিয়াও উহার চেষ্টা করিতে হইবে, অন্যথা মরিতে হইবে। আমরা আমাদের মস্তিষ্ক খাপার কাষ্ঠখণ্ড সমূহ দ্বারা ঐ অর্ণবপোতের ছিদ্র সকল বন্ধ করিব, কিন্তু উহাকে কখনই নিন্দা করিব না। এই সমাজের বিরুদ্ধে একটা কর্কশ কথা বলিও না আমি ইহার অতীত মহত্ত্বের জন্য ইহাকে ভাল বাসি। আমি তোমাদের সকলকে ভালবাসি, কারণ, তোমরা দেবগণের বংশধর তোমরা মহামহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষ-গণের সন্তান। তোমাদের সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণ হউক। তোমাদিগকে নিন্দা করিব বা গালি দিব? কখনই নয়।

আমি তোমাদিগকে স্পষ্টভাষায় বলিতেছি, আমরা দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্য। এই শারীরিক দৌর্ব্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস; আমরা কার্য্য করিতে পারি না। আমরা একসঙ্গে মিলিতে পারি না; আমরা পরস্পরকে ভাল বাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিন জন এক সঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা করিয়া থাকি।

ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কিছুই করিতে পারে না; আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে; আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে; ধর্ম্ম পরে আসিবে। আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও, ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ।

তোমরা কি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে? আমরা ইংরাজ নরনারী অপেক্ষা কম বিশ্বাসী, সহস্রগুণে কম বিশ্বাসী। আমাকে স্পষ্ট কথা বলিতে হইতেছে, কিন্তু না বলিয়া উপায় নাই। তোমরা কি দেখিতেছ না, ইংরাজ নরনারী যখন আমাদের ধর্ম্মতত্ত্ব একটু

বুঝিতে পারে, তখন তাহারা উহা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে, আর যদিও উহারা রাজার জাতি, তথাপি তাহাদের স্বদেশীয় লোকের উপহাস ও বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া ভারতে আমাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া থাকে ? তোমাদের মধ্যে কজন এরূপ করিতে পার ?

এই কথাটি কেবল ভাবিয়া দেখ। আর করিতে পার না কেন ? তোমরা কি জান না বলিয়া করিতে পার না ? তা নয়, তাহাদের অপেক্ষা তোমরা বেশি জান, তাই তোমরা কাযে করিতে পার না। তোমাদের পক্ষে যতটা জানিলে কল্যাণ, তাহা অপেক্ষা তোমরা বেশি জান ; ইহাই তোমাদের মুস্কিল। তোমাদের রক্ত কলুষিত, তোমাদের মস্তিষ্ক আবিল, তোমাদের শরীর দুর্ব্বল। শরীরটাকে বদলাইয়া ফেল, শরীরটা বদলাইতে হইবে। শারীরিক দৌর্ব্বল্যই অনিষ্টের মূল, আর কিছু নহে। গত কয়েক শত বর্ষ ধরিয়া তোমরা নানাবিধ সংস্কার, আদর্শ প্রভৃতির কথা কহিয়াছ, কিন্তু কাজের সময় আর তাদের টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ তোমাদের আচরণে সমগ্র জগৎ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, আর সংস্কার নামটা পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের উপহাসের বস্তু হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ কি? তোমাদের জ্ঞানের কি কিছু কম্‌তি আছে? জ্ঞানের কম্‌তি কোথায়? তোমরা যে অতিরিক্ত জ্ঞানী! সকল অনিষ্টের মূল কারণ এই যে, তোমরা দুর্ব্বল, দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল। তোমাদের শরীর দুর্ব্বল, মন দুর্ব্বল তোমাদের আত্ম-বিশ্বাস একেবারেই নাই। শত শত শতাব্দী ধরিয়া অভিজাত-জাতি, রাজা বৈদেশিকেরা তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়া তোমাদিগকে পিশিয়া ফেলিয়াছে; হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের স্বজন তোমাদের সব বল হরণ করিয়াছে। তোমরা এক্ষণে পদদলিত, ভগ্নদেহ, মেরুদণ্ডহীন কীটের ন্যায় হইয়াছ। কে তোমাদিগকে এক্ষণে বল দিবে? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি আমাদের চাই এক্ষণে বল, চাই এক্ষণে বীর্য্য। ইংরাজ জাতি ও তোমাদের মধ্যে কিসে এত প্রভেদ? তাহারা তাহাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রবল কর্ত্তব্য জ্ঞান ইত্যাদি যাহাই বলুক না কেন, আমি জানিতে পারিয়াছি কোন্ বিষয়ে উভয় জাতির মধ্যে প্রভেদ।

প্রভেদ এই, ইংরাজ নিজের উপর বিশ্বাসী, তোমরা নহ। সে বিশ্বাস করে, সে যখন ইংরাজ, তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, এই বিশ্বাস বলে

তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন, সে তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। তোমাদিগকে লোকে বলিয়া আসিতেছে ও শিক্ষা দিতেছে যে, তোমাদের কিছুই কারবার ক্ষমতা নাই—কাজেই তোমরা অকর্ম্মণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছ। অতএব আপনাতে বিশ্বাসী হও। আমাদের এখন আবশ্যক—শক্তি সঞ্চার। আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি সেই জন্যই আমাদের মধ্যে এই সকল গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ভূতুরেকাণ্ড সব আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক মহান্ সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ গুলিতে আমাদিগকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তোমাদের স্নায়ুকে সতেজ কর। আমাদের আবশ্যক—লৌহ ও বজ্র দৃঢ় পেশী ও স্নায়ু সম্পন্ন হওয়া। আমরা অনেক দিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি। এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম্ম চাই, যাহাতে আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এখন সকল মতবাদের আবশ্যক যাহাতে আমাদিগকে মানুষ করে। যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, এমন সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন। আর, কোন বিষয় সত্য কিনা জানিতে

হইলে তাহার অব্যর্থ পরীক্ষা এই যাহাতে তোমার শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করিবে, তাহা বিষবৎ পরিহার কর। উহাতে প্রাণ নাই, উহা কখন সত্য হইতে পারে না। সত্য বলপ্রদ। সত্যই পবিত্রতাবিধায়ক, সত্যই জ্ঞান স্বরূপ। সত্য নিশ্চই বলপ্রদ, উহাতে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, উহাতে হৃদয়ের তেজ আনয়ন করে।

লোকে স্বদেশহিতৈষিতার কথা বলিয়া থাকে। আমি স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী। স্বদেশহিতৈষিতা সম্বন্ধে আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎ কার্য্য করিতে হইলে তিনটি জিনিষের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ, হৃদয়বর্ত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচার শক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েকপদ অগ্রসর করে মাত্র, কিন্তু হৃদয় দ্বার দিয়া মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবীসংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশ হিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া

দাঁড়াইয়াছে ? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে ? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত-গগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে ? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ, এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে ?

এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে ? তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে ? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে ? দেশের দুর্দ্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম যশ স্ত্রী পুত্র বিষয় সম্পত্তি, এমন কি, শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি ? যদি হইয়া থাকে তবে বুঝিও, তোমরা স্বদেশহিতৈষি হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তোমরা অনেকেই জান ; আমি

আমেরিকায় ধর্ম্মমহাসভা হইয়াছিল বলিয়া তথায় যায় নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দ্দশা প্রতীকারের জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কার্য্য করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম। তখন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে জানিত, তাহারা অবশ্য একথা জান। ধর্ম্মমহাসভা হল বা না হল কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংসস্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে, তাদের খবর নেয় কে? ইহাই স্বদেশ হিতৈষী হইবার প্রথম সোপান। মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দ্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ দুর্দ্দশা প্রতীকারের কোন উপায় স্থির করিয়াছ? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্য্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? লোককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহায্য করিতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা অপনোদনের জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনা বাক্য শুনাইতে পার কি? কিন্তু ইহাতেও

হইল না। তোমরা কি পর্ব্বতপ্রায় বিঘ্নবাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য ঠাওরাইয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রী পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পার? রাজা ভর্ত্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন, "নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা স্তবই করুন, লক্ষ্মীদেবী গৃহে আসুন বা যথা ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা যুগান্তরে হউক, তিনিই ধীর, যিনি সত্য হইতে একবিন্দু বিচলিত না হন।" সেইরূপ নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি দৃঢ় ভাবে তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? তোমাদের কি এরূপ দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিষ তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে পার। তোমাদের সংবাদ পত্রে লিখিবার অথবা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার কোন প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের মুখে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ধারণ করিবে। তোমরা যদি যাইয়া

পর্ব্বতের গুহায় বাস করে, তথাপি তোমাদের চিন্তা রাশি ঐ পর্ব্বত-প্রাচীর পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বাহির হইবে। হয় ত শত শত বর্ষ ধরিয়া উহা কোন আশ্রয় না পাইয়া সূক্ষ্মাকারে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিবে। কিন্তু একদিন না একদিন উহা কোন না কোন মস্তিষ্ক আশ্রয় করিবেই করিবে। তখন সেই চিন্তানুযায়ী কার্য্য হইতে থাকিবে; অকপটতা, সাধু অভিসন্ধি ও চিন্তার শক্তি অসামান্য।

আমি যে তোমাদের একজন অযোগ্য দাস, ইহাতে আমি গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি। তোমরা ঋষির বংশধর—সেই অতিশয় মহিমাময় পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধর—আমি যে তোমাদের স্বদেশী, ইহাতে আমি গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি। অতএব তোমরা আত্ম-বিশ্বাসসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের নামে লজ্জিত না হইয়া, তাহাদের নামে গৌরব অনুভব কর।

আর অনুকরণ করিও না, অনুকরণ করিও না। যখনই তোমরা অপরের ভাবানুসারে পরিচালিত হইবে, তখনই তোমরা আপনাদের স্বাধীনতা হারাইবে। এমন কি আধ্যাত্মিক বিষয়েও যদি তোমরা অপরের

আজ্ঞাধীনে কার্য্য কর, তোমরা সকল শক্তি, এমন কি চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত হারাইবে।

তোমাদের ভিতর যাহা আছে, নিজ শক্তি বলে তাহা প্রকাশ কর, কিন্তু অনুকরণ করিও না—অথচ অপরের নিকট হইতে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। আমাদিগকে অপরের নিকট হইতে শিখিতে হইবে।

বীজ মাটিতে পুতিলে উহা মৃত্তিকা, বায়ু জল হইতে রস সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু উহা যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহিরুহে পরিণত হয়, তখন কি মাটী, জল বা বায়ুর আকার ধারণ করে? না তাহা করে না। উহা মৃত্তিকাদি হইতে উহার প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী একটি বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। তোমরাও এরূপ কর।

যদি তোমরা দেশের হিতসাধন করিতে চাও, তোমাদের প্রত্যেককে এক একজন গোবিন্দ সিংহ হইতে হইবে।

তোমাদিগকে প্রথমে এই স্বজাতীয় লোকরূপ দেবগণের পূজা করিতে হইবে, যদি তাহারা সর্ব্বপ্রকারে তোমাদের অনিষ্টের চেষ্টা করে। যদিও তাহারা প্রত্যেকেই তোমার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ

করে, তুমি তাহাদের প্রতি প্রেমের বাণী প্রয়োগ কর।

লোকে 'ভারত উদ্ধার' যেরূপে হয়, যাহারা যাহা ইচ্ছা হয় বলুক। আমি সারা জীবন কার্য্য করিতেছি, অন্ততঃ কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছি—আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যতদিন না তোমরা প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক হইতেছ ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না। শুধু ভারতের নহে—ইহার উপর সমগ্র জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

ব্যস্ত হইও না; অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে যাইও না। আমাদিগকে এই আর একটি বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি আপনাকে রাজার বেশে ভূষিত করিতে পারি—তাহাতেই কি আমি রাজা হইব? সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ কখন সিংহ হয় না। অনুকরণ—হীন, কাপুরুষের ন্যায় অনুকরণ—কখনই উন্নতির কারণ হয় না। বরং উহা মানবের ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন। যখন মানুষ আপনাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিবে, তখন বুঝিতে হইবে যে তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে; যখন সে নিজ পূর্ব্ব-

পুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার বিনাশ আসন্ন।

হে যুবকগণ তোমরা ধনী ও বড় লোকের মুখ চাহিয়া থাকিও না; দরিদ্রেরাই চিরকাল মহান্ বিরাট ব্যাপারসমূহ সাধন করিয়াছে।

হে দরিদ্র ভারতবাসীগণ, উঠ, তোমরা সব করিতে পার আর তোমাদিগকে করিতেই হইবে। যদিও তোমরা দরিদ্র, তথাপি অনেকে তোমাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। দৃঢ়চিত্ত হও; সর্ব্বোপরি, পবিত্র ও সম্পূর্ণ অকপট হও, বিশ্বাস কর যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ অতি গৌরবময়। হে যুবকগণ, তোমাদের দ্বারাই ভারতের উদ্ধার সাধিত হইবে। তোমরা ইহা বিশ্বাস কর—যাহাদের টাকা-কড়ি নাই যেহেতু তোমরা দরিদ্র, সেই হেতুই তোমরা কার্য্য করিবে। যেহেতু তোমাদের কিছুই নাই; যেহেতু তোমরা অকপট হইবে আর অকপট বলিয়াই তোমরা সর্ব্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইবে।

হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী-জাতীর আদর্শ সীতা, সাবিত্রী; দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার

জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। **হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই;** বল মূর্খ-ভারতবাসী, দরিদ্র-ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ-ভারতবাসী, চণ্ডাল-ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; **বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ,** আর বল দিন রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; **মা, আমার দুর্ব্বলতা কা-**

পুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

আর্য্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিন রাতই কর, আর যতই কেন আমরা "ডম্মম্" বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের "চলমান শ্মশান" বলে তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর "চলমান শ্মশান হচ্ছ তোমরা। তোমাদের বাড়ী ঘর দুয়ার মিউজিয়াম, তোমাদের আচার, ব্যবহার, চাল, চলন দেখলে বোধ হয় যেন ঠান্‌দিদির মুখে গল্প শুন্‌ছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকার ছবি দেখে এলুম! এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু মরীচিকা, তোমার—ভারতের উচ্চ বর্ণেরা। তোমরা ভূত-কাল, লঙ্‌, লুঙ্‌, লিট সব এক সঙ্গে। বর্ত্তমান কালে, তোমাদের দেখ্‌ছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতা জনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ লোপ লুপ। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর

দেরি কচ্ছ কেন? ভূত-ভারত শরীরের রক্তমাংস-হীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? হুঁ তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্যরত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্ব্বকালের অনেকগুলি রত্নো-পেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এত দিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরাজ রাজ্যে অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী-শক্তি। এরা এক মুটো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে; আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলোক্যে

এদের তেজ ধর্‌বে না ; এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই।

এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটী চুপ করে দিন রাত খাটা, এবং কার্য্য কালে সিংহের বিক্রম !! অতীতের কঙ্কালচয় !—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্ন পেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি,—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও ; আর মিশে যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কাণ খাড়া রেখো ; তোমরা যাই বিলীন হওয়া,—অমনি শুনবে-কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি "ওয়াহগুরুকি ফতে !"